Headline: Awareness drive at Book fair on Investment and identify fake currency	
Source: Dainik Jugasankha	**Date:** 06 February 2016

বিনিয়োগের পাঠ থেকে জাল নোট চেনা, সচেতনতার শিক্ষা বইমেলায়

অঙ্কুর সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৪ ফেব্রুয়ারি: বেআইনি আর্থিক লগ্নিকারী সংস্থায় বিনিয়োগ করা থেকে জাল নোট চেনা কিংবা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্র হিসাবে কলকাতা বইমেলাকেই বেছে নিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই) সকলেই। আর তাতে ভাল সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে বলে দাবি সংশ্লিষ্ট সংস্থার। চলতি বছর বইমেলায় স্টল দিয়েছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে শুরু করে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএআই)। আর নিজেদের স্টল না থাকলেও কলকাতা পুলিশের স্টল থেকে কাজ চালাচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। ফলে এককথাই বলাই যায়, এখন বইমেলা আর শুধু পুস্তকমেলা নয়, তার পরিধি ছড়িয়ে পড়েছে অনেক দূর পর্যন্ত।

বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থায় বিনিয়োগ করে ঠকার পর এখন কোথায়, কী ভাবে বিনিয়োগ করলে লাভ হবে, তা জানতে সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি ভিড় জমাচ্ছেন এনএসই-এর স্টলে। এই স্টলে উপস্থিত সংস্থার এক আধিকারিকের কথায়, "আগের বছরের মতই এবছরও বেশ কিছু মানুষ আসছেন, যাঁরা বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থায় বিনিয়োগ করে ঠকেছেন। তারা বিনিয়োগ নিয়ে একটি নির্দেশিকা চাইছেন। যথাসাধ্য আমরা চেষ্টা করছি তাঁদের সহায়তা করার।" পাশাপাশি, তিনি জানান, শুধু এরকমই মানুষই নন, আবার অনেক মানুষ আসছেন যাঁরা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে চান। এমনকী, আগের বছর যাঁরা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পাঠ নিয়েছিলেন, তাঁরা এবার এসে পরবর্তী ধাপের জন্য পরামর্শ

চাইছেন। এনএসই-র ঠিক পাশেই রয়েছে আইসিএআই-এর স্টল। সেখানেও ভিড় ভালই হচ্ছে বলে জানান স্টলের দায়িত্বে থাকা এক আধিকারিক। এখানে কী কী কোর্স পড়ানো হয় তা যেমন রয়েছে, তেমনি কোনও সংস্থার অডিট করার ব্যাপারে অডিটর নিয়োগের আগে কী দেখা উচিত তাও জানানো হচ্ছে।

এনএসই-র স্টলে উপস্থিত বাগুইআটির বাসিন্দা অভিজিৎ পাল বলেন, "শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার ইচ্ছা বহুদিনের। বইমেলায় এসে সেই সুযোগ পেয়ে ভালই হল।" স্টলের দায়িত্বে থাকা ওই আধিকারিক জানান, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ নিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের ধ্যান-ধারণা বদলেছে। আগে যা ভাবাই যেত না, এখন তা হচ্ছে। আর বইমেলার মতো উৎসবে যোগ দিয়ে সেটা খুব ভাল বোঝা যাচ্ছে। কারণ, সারা বছর এই ধরনের মেলা খুব একটা পাওয়া যায় না। পাশাপাশি, কলকাতা পুলিশের স্টল থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় জাল নোট চেনানোর কর্মসূচি চলছে। ১০০, ৫০০ কিংবা ১০০০ টাকার নোট কী ভাবে চেনা সম্ভব, তা দেখানো হচ্ছে। সেখানে উৎসুক মানুষের ঢল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্টলের এক আধিকারিক বলেন, "এই ধরনের উদ্যোগ সবসময়ই প্রশংসনীয়। আর সাধারণ মানুষের একটা আগ্রহও থাকে এই বিষয়ের উপর। সেদিক থেকে দেখলে আমরা এই কয়েক দিনে ভালই সাড়া পেয়েছি।"

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের সংস্থার এই উদ্যোগের মধ্যে কোনওরকম আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, বইমেলার প্রতিদিন কয়েক লক্ষ মানুষ আসেন। সাধারণ মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে এর চেয়ে ভাল প্ল্যাটফর্ম আর হতে পারে না। সেই কারণে এই ধরনের মেলাকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত। তাঁদের মতে, বইমেলা এখন আর শুধু বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এখন এটা একটি সমাজ গঠনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামীতে এই ধরনের উদ্যোগ আরও কয়েকটি বহু সংস্থা নেবে বলে দাবি তাঁদের। পাশাপাশি, সংস্থাগুলির পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, বইমেলার মতো বৃহৎ মেলায় যত লোক আসেন, তাঁদের কাছে একসঙ্গে পৌঁছতে পারা এক কথায় অসম্ভব। আর তাই বইমেলাকে বেছে নেওয়া।